

■■ সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ২২৯৪

১৩/ योकां (کتاب الزکاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩৩. পার্থিব জাঁকজমক ও প্রাচুর্যে প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها

আরবী

حَدَّتَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ " إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " . فَقَالَ رَجُلُ إِنَّ مَمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " . فَقَالَ رَجُلُ أَوْيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرُئِينَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَقَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ " إِنَّ هَذَا السَّائِلَ _ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ _ إِنَّهُ لاَ عَلَيْهِ فَأَقَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ " إِنَّ هَذَا السَّائِلَ _ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ _ إِنَّهُ لاَ عَلَيْهِ فَأَقَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ " إِنَّ هَذَا السَّائِلَ _ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ _ إِنَّهُ لاَ عَلَيْهِ الْخَيْرُ بِالشَّرِ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهُ الْكَاسَ حَتَّى عَلْهُ الْمُسَلِّ وَإِنَّ هَنَا الْمَالَ وَالْمَتِهُ وَالْمَ وَإِنَّهُ مَنْ عَلَى وَالْمَتِيمَ وَالْمَنَ السَّبِيلِ أَوْ يُعْمَ رَقَوْ وَبَعْمَ صَاحِبُ الْمُسُلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ يُكُونُ كُولَا اللّهِ عليه وسلم وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأَكُلُ وَلَا يَشِمُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

বাংলা

২২৯৪। আলী ইবনু হুজর (রহঃ) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসলেন। আমরাও তার চতুপ্পার্শ্বে বসলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার পর তোমাদের ব্যাপারে আমি যে সব বিষয়ের আশংকা করি এর মধ্যে প্রধানতম বিষয় হচ্ছে পার্থিব জাঁকজমক ও এর চাকচিক্য। তখন এক ব্যাক্তি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। তাঁকে বলা হল, তোমার কী ব্যাপার তুমি তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলছ, আর তিনি তোমার সাথে কথা বলছেন না। বর্ণনাকারী বলেন,



তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তারপর তিনি স্বাভাবিক হয়ে নিজের ঘাম মুছে ফেলে বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? মনে হল, তিনি তার প্রশ্ন পছন্দ করেছেন।

এরপর তিনি বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ আনেনা। অবশ্য বসন্তকাল যা কিছু উদগত করে (ভক্ষণকারী) পশুকে পেট ফুলিয়ে মেরে ফেলে বা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা খায় এমনকি যখন তার উভয় কোঁক পূর্ণ হয়ে যায় তখন সে উত্তাপ গ্রহণ করে, এরপর সে মল ত্যাগ ও পেশাব করে এবং পূনরায় চরতে যায়।

মনে রাখবে, এ ধন সম্পদ সবুজ শ্যামল ও মধূর! এ সম্পদ ঐ মুসলিমের উত্তম সঙ্গী যে এ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরদেরকে দান করে। অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শব্দ বলেছেন। আর যে ব্যাক্তি এ সম্পদ অবৈধভাবে উপার্জন করে সে ঐ ব্যাক্তির মত যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। অধিকন্তু কিয়ামতের দিন এ সম্পদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

English

Abu Said al-Khudri reported:

The Messenger of Allah (ﷺ) was sitting on the pulpit and we were sitting around him, and he said: What I am afraid of in regard to you after my death is that there would be opened for you the adornments of the world and its beauties. A person said: Messenger of Allah, does good produce evil? The Messenger of Allah (ﷺ) remained silent. And it was said to him (the man who had asked the question from the Holy Prophet): What Is the matter with you, that you speak with the Messenger of Allah (ﷺ) but he does not speak with you? We thought as if revelation was descending upon him. He regained himself and wiped the sweat from him and said: He was the inquirer (and his style of expression showed as if he praised him and then added): Verily good does not produce evil. Whatever the spring rainfall causes to grow kills or is about to kill, but that (animal) which feeds on vegetation. It eats till its flanks are filled; it faces the sun and dungs and urinates, and then returns to eat. And this Wealth is a sweet vegetation, and it is a good companion for a Muslim who gives out of it to the needy, to the orphan. to the wayfarer, or something like that as the Messenger of Allah (ﷺ) said: He who takes it without his right is like one who eats but does not feel satisfied, and it would stand witness against him on the Day of judgment.

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত



পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন